দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 APR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন

উচ্চতর শিক্ষার দাবী

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনও মনে করেন, উচ্চ শিক্ষার সুযোগের দিক থেকে আমরা উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায়ও পিছিয়ে আছি। এমন মনে করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি খোঁজার জন্যে খুব একটা দূরে যাওয়ারও দরকার করে না। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পঁচিশ আসনের জন্যে সাতাশ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদন জানিয়েছেন বলে খবর বেরিয়েছে। একই দিনে অন্য একটি সংবাদ পত্রের খবরের শিরোনামে আবেদনকারীর একই সংখ্যা উল্লেখ করা হলেও আসনের সংখ্যা চারশ্বরও কম বলা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসনের সংখ্যা আর ভর্তি হতে আগ্রহী ছাত্রের অনুপাত এর চেয়ে ভয়াবহ হবে সন্দেহ নেই। এর কারণও আছে। স্বাধীনতার পর মাধ্যমিক পর্যায়ে সকল শিক্ষার্থীর সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সেভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে না। এ সময়ে দেশে মাত্র একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছে। আরও দুটি অবিলম্বে চালু হওয়ার কথা আছে। তবে সে তো যখন হবে তখন দেখা যাবে এ মুহূর্তের দায় মেটাবে কে?

এই মুহূর্তের দায়টার বহর একটু অনুমান করার চেষ্টা করা যেতে পারে। গত বছর যারা উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েছে তারা এখন উচ্চতর শিক্ষার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাড়ে এগারো হাজার শিক্ষার্থীর স্থান সংকুলান সম্ভব। অথচ প্রথম বিভাগে এইচএসসি পাসের সংখ্যাই বারো হাজার। দ্বিতীয় সংখ্যাটি বিপুলতর।

তৃতীয় বিভাগকে বিবেচনায় না আনলেও দ্বিতীয় বিভাগের দাবী তো এক কথায় উড়িয়ে দেয়ার নয়। এমনি দেখতে গেলে প্রথম বিভাগের কৃতী শিক্ষার্থীদের ঠাঁই সংকোলান হচ্ছে না। তবে কার্যত প্রকৌশল, চিকিৎসা-কৃষিতে এদের একটা অংশ চলে যাওয়ায় প্রথম বিভাগ নিয়ে তেমন সমস্যা হয় না। আর এদিক-ওদিক যতই ছিটকে যাক, দ্বিতীয় বিভাগের বড় অংশকেই থাকতে হয় উচ্চতর শিক্ষার উন্নততর সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

এ সমস্যা নিয়ে আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে।

এমনিতে শিক্ষা নিয়ে রয়েছে হাজারো সংকট। যদি বলা হয়, শিক্ষা বলতে কিছু হচ্ছে না—এমন অভিযোগের মুখেও শিক্ষার অতি বড় সমর্থকেরও মারমুখী হয়ে ওঠার উপায় নেই। এই অবস্থায় সুযোগ সম্প্রসারণের কথা ভাবার যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন তোলা সম্ভব। গোড়ায়ই তাই প্রসঙ্গটি পরিস্কার করে নেয়া ভাল।

দীর্ঘ আলোচনার দরকার করে না। ব্যাপার হচ্ছে এই বর্তমানটাই সব নয়। ভবিষ্যৎকে সামনে রেখেই আমাদের ভাবতে হবে। বর্তমান মুহূর্তের শত সংকট আর জটিলতা স্বীকার করে নিয়েও ভবিষ্যতের দাবীর দিকে নজর রাখতে হবে। অন্যথায় কেবল বর্তমান নয়, ভবিষ্যতেরও জলাঞ্জলি ঘটে যায়। শিক্ষার বর্তমান সংকট নিরসন চেষ্টার পাশাপাশি তাই আগামী দিনের চাহিদা মেটানোর উদ্যোগ—তথা সুযোগ সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখতে হবে।

এটুকু ভূমিকার পর মূল আলোচনায় নামা চলে। তবু একটা ভিন্ন প্রসঙ্গ কুণ্ঠার সৃষ্টি করছে। কুণ্ঠার কারণ, শিক্ষার সমস্যা এবং সুযোগের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা এটাই তো প্রথম নয়। বিস্তর আলোচনা সমালোচনা হয়েই চলেছে। আমরাও বিভিন্ন সময়ে এ নিয়ে কম কথা বলিনি। কোন কথায়ই কিছু হয়নি। শিক্ষার মান একই ভাবে নেমে চলেছে, একই কিংবা দ্রুততর গতিতে বেড়ে চলেছে সংকটের জটিলতা। এই যে অবস্থা এতে নতুন করে কথা বলার কি কোন অর্থ আছে?

এ প্রশ্নের জবাব সংক্ষিপ্ত। এক শব্দে 'আছে'। অর্থটা এই যে মায়ের দুধের জন্যেও শিশুকে কেঁদে কুঁকিয়ে প্রয়োজনটা জানান দিতে হয়। কথা বলা বন্ধ করার অর্থ হচ্ছে শেষ অবলম্বন আশাটাকেও বিসর্জন দেয়। আর বাংলাদেশের চাকরিজীবী মধ্যবিত্তের আশা বলতে তো একটাই—সন্তানদের শিক্ষাটুকু অন্তত নিশ্চিত করা। শিক্ষা নিয়ে আমাদের তাই কথা বলতেই হবে। যা বলা হচ্ছে—তার চেয়ে আরও বেশি বলা প্রয়োজন।

উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে গোড়ায়ই উল্লেখ করা প্রয়োজন, সমস্যাটি নিয়ে কর্তৃপক্ষও একান্ত অমনোযোগী নন। অমনোযোগী হলে আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার প্রসঙ্গ আসতে না। তবে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় হলেই কি সমস্যা মিটে যাবে? তাও না। চারটিতেও অবস্থার তেমন ইতর বিশেষ ঘটবে না। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় চালু হতে হতে, এখনকার হার চালু থাকলেও, শিক্ষার্থীর সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো কাম্য বটে, তবে একমাত্র তাতেই আমাদের সংকটের নিরসন ঘটার নয়। ভিন্ন পথ খুঁজতেই হবে।

ভিন্ন পথ নিয়েও যে ভাবা হচ্ছে না, তাও নয়। দেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু হতে যাচ্ছে, উন্নত কলেজগুলোতে সম্মান শ্রেণী ক্ষেত্র বিশেষে চালু হয়েছে—অন্যত্রও তা চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে। এসব ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ অনেকখানিই লাঘব করা যেতে পারে। এ সিদ্ধান্তটি যতটুকু তাত্ত্বিক ততটা বাস্তব ভিত্তিক নয়। ফলে এতেও সংকটের পুরো নিরসন ঘটার নয়।

এই না ঘটার মূলে একটি মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা রয়ে গেছে। বিকল্প ব্যবস্থা সর্বাবস্থায়ই বিকল্প। মূলের প্রতিষ্ঠা সে কখনও পায় না। শিক্ষার্থীর মন তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকেই ছুটবে। মানসিক অতৃপ্তি তার শিক্ষণে কিছুটা হলেও ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও একটা বৈষম্য বড় হয়ে উঠবে।

তবে কি বিকল্প ব্যবস্থা পরিত্যাজ্য? তাও নয়। আমাদের অবস্থায় একটার পর একটা উন্নত মানের বিশ্ববিদ্যালয় চালু করে যাওয়া অকল্পনীয়। বিকল্প সংস্থানের ওপর সহজলভ্য সুযোগের পূর্ণতর ব্যবহারের ওপর জোর দিতেই হবে। প্রয়োজন তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আর বিকল্প ব্যবস্থার মধ্যেকার পার্থক্য কমিয়ে আনা বিকল্প—ব্যবস্থাকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তোলা।

কাজটি কঠিন তবে অসম্ভব কিছু নয়। আমাদের বিশ্বাস সাহসী উদ্যোগ আমাদের সাফল্যে পৌঁছে দিতে পারে। একটি সম্ভাব্য উদ্যোগের আগে সাহসী বিশেষণ যুক্ত করার কারণ আছে। সাহসী বলছি এজন্যে যে এতে আমাদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার আওতার বাইরে পা বাড়াতে হবে। আর এ কাজটিতে আমাদের অনীহা তো অজানা কিছু নয়। বিপ্লবের উত্তেজনায় উন্নত শির ও সংস্কারের সামনে লুটিয়ে পড়ায় দেরী করে না।

তবু সাহসী উদ্যোগের কথা ভাবতে ভরসা পাই এজন্যে যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন সব মহল থেকেই স্বীকার করা হয়। এই স্বীকৃতি যদি কেবল মুখের কথাই না হয় প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে পা বাড়ানো অসম্ভব হওয়ার কথা নয়। প্রচলিতকে আঁকড়ে ধরে আর যাই হোক ঢেলে সাজান যায় না।

বস্তুত আমাদের অবস্থা যত নৈরাশ্যজনকই হোক, এখনও করার আছে অনেক কিছুই। আর নৈরাশ্যজনক অবস্থায়ই কিছু করাটা যেমন জরুরী তেমনি করার সুযোগও থাকে বেশি। আমাদের তাই কাজে নামাটারই বেশি প্রয়োজন। আর কাজে হাত দিলেই পন্থার অস্পষ্টতাও আপনা থেকেই দূর হবে।

সমস্যার পাহাড় জমেছে বলে ভয় পাওয়ার কারণ নেই। সমস্যা যখন মিটবে সুযোগ নেই বলে যেনো হাত গুটিয়ে থাকতে না হয় এটুকু অন্তত এখনই নিশ্চিত করা চাই।

—সালেহ চৌধুরী